কিশোরগঞ্জে হাওর সম্মেলন

হাওরের ইজারা বাতিল করে সকলের মাছ ধরা নিশ্চিত করার দাবি

১০ জুন কিশোরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা কমিউনিটি সেন্টারে হাওর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে অংশ নেন কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জসহ সাতটি জেলার এবং ওইসব জেলার অন্তর্গত উপজেলাসমূহের প্রতিনিধি, লেখক, শিল্পী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য গত ২০ মে '১৭ সিপিবি-বাসদ এর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হাওর কনভেনশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর অকাল বন্যা, পাহাড়ি ঢল ও অতি বৃষ্টিতে ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে তলিয়ে যায় কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জসহ সাতটি জেলার হাওরাঞ্চলের প্রায় ৯০ ভাগ ফসল। এর পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহল এসব হাওর অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবি করে। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি সিপিবি ও বাসদের একাধিক প্রতিনিধি দল এসব হাওরাঞ্চল পরিদর্শন করে এসে আয়োজন করে এ হাওর সম্মেলনের। হাওরাঞ্চলের দুর্যোগ মোকাবেলা, হাওরের উন্নয়ন, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ, সঙ্কট সমাধানসহ হাওরের সার্বিক বিষয় উঠে আসে সম্মেলনের আলোচনায়। সিপিবি কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বাসদ কিশোরগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শফীকুল ইসলামের সঞ্চালনায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান দুর্নীতিবাজ, আমলা, সরকারি দলের পরিচয়ে কাজ পাওয়া ঠিকাদার এবং সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম সৃষ্টির জন্য দায়ী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে হাওর অঞ্চলের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ব্যাংক, এনজিওঋণ মওকুফ এবং আগামী বছর বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদান এবং জলমহলের ইজারা বাতিল করে ভাসান পানিতে জনসাধারণের অবাধ মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম বলেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁধ মেরামত করার কথা থাকলেও মার্চ মাসেও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়নি। ফলে আগাম বন্যায় ডুবে গেছে হাওরের ৯ লাখ ৩০ হেক্টর জমির বোরো ধান, সর্বশ্বান্ত হয়েছে ২৫ লক্ষ কৃষক পরিবার।' তিনি কিশোরগঞ্জের মিটামইনে ক্যান্টনম্যান্ট নির্মাণ ও তার প্রয়োজনে হাওর অঞ্চলে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ করে অবাধ পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির তীব্র সমালোচনা করেন।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সিপিবির সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ এর কেন্দ্রীয় সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, অ্যাড. আনোয়ার হোসেন রেজা, শরীফুজ্জামান শরীফ, জলি তালুকদার ও লাকী আক্তার এবং গণসঙ্গীত শিল্পী কফিল আহমেদ। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এনামুল হক, বাসদ নেতা সাজেদুল ইসলাম সেলিম, এড. মাসুদ আহাম্মেদ ভূঞা, জুনায়েদুল ইসলাম, সিপিবি নেতা ডা. এনামুল হক ইদ্রিস, সেলিম উদ্দিন খান, সিরাজুল ইসলাম সাত্তার, নেত্রকোনা জেলার প্রতিনিধি নলিনী কান্ত সরকার, সুনামগঞ্জ জেলা সিপিবি'র সভাপতি চিত্তরঞ্জন তালুকদার, মোহনগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল মমিন, খালিয়াজুরি উপজেলা প্রতিনিধি জয়নাল আবেদীন ও প্রণব চৌধুরী, কলমাকান্দা প্রতিনিধি আব্দুল মালেক, কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা প্রতিনিধি কামরুল হাসান খান জুয়েল ও আলমগীর হোসেন, নিকলী উপজেলা প্রতিনিধি শাহ মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ মাস্টার, জিরাতি কৃষক নূরুল হক ভূঞা, মো. চাঁন মিয়া ও আশিদ মিয়া। সম্মেলনে হাওর অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে ১৬ দফা দাবিনামা ঘোষণা করা হয়।